হোয়াটসঅ্যাপের বিকল্প প্ল্যাটফর্ম আনছে সৌদি আরব

সৌদি আরবের কিং আব্দুল আজিজ সিটি ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (কেএসিএসটি) একটি নিরাপদ জাতীয় প্ল্যাটফর্ম তৈরিতে কাজ করছে, যাতে ব্যবহারকারীরা ভার্চুয়ালি নিরাপদে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে।

পাশাপাশি বিভিন্ন নথি, বার্তা ও কথোপকথনের রেকর্ড স্থানান্তরে নিরাপত্তা নিশ্চিতে জনপ্রিয় অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপের আদলে বিকল্প বাণিজ্যিক অ্যাপ হিসেবে এটি তৈরি করা হচ্ছে।

কিং আব্দুল আজিজ সিটি ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির পরিচালক বাসিল আল-ওমির জানান, এক বছরের ভেতর আমরা অ্যাপটি আনার চেষ্টা করছি। দেশে যত অ্যাপ আছে সব বাইরের সার্ভারে যুক্ত। নিয়ন্ত্রণও করে বিদেশি প্রতিষ্ঠান। যার কারণে অনেক সমস্যা হতে পারে। আমরা যেটি তৈরি করছি তাতে নাগরিকদের কোনো বিপদ থাকবে না।

সৌদির নিজস্ব জনবল দিয়েই অ্যাপটি তৈরি করা হচ্ছে। সৌদি গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, শুরুর দিকে বিভিন্ন কোম্পানি, প্রতিষ্ঠানের জন্য অ্যাপটি উন্মুক্ত করা হবে, যার মাধ্যমে কর্মকর্তারা নিরাপদে ফাইল পাঠানো থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বাবরকে ‘দলছুট গরু’ বললেন শোয়েব আখতার

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে বাবরের অধিনায়কত্বে বিরক্ত হয়ে ক্ষোভ ঝেড়েছেন ‘রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস’শোয়েব আখতার।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ১৯৪ রানের পুঁজি নিয়েও জিততে পারেনি পাকিস্তান। ম্যাচটিতে পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজমের অধিনায়কত্বের ভুল দেখছেন শোয়েব আখতার। বাবরের অধিনায়কত্ব স্কিল নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন শোয়েব।

ম্যাচের পর নিজের ইউটিউব চ্যানেলে শোয়েব দুই দলের নানা দিক বিশ্লেষণ করেছেন। শোয়েবের চোখে বাবরকে মনে হয়েছে ‘হারিয়ে যাওয়া গরু’র মতো। যে কিনা কি করতে হবে, তা বুঝে পায় না।
শোয়েব আখতার বলেন, আমার কাছে বাবর আজমকে দলছুট গরু বলে মনে হচ্ছে। সে মাঠে আছে, কিন্তু জানে না কী করতে হবে।’

তিনি আরও বলেন, বাবরের উচিৎ নিজেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যা তাকে আগামী দিনগুলোতে ভালো অধিনায়কে পরিণত করবে। তার বোঝা উচিৎ, এখন যেরকম সুযোগ পাচ্ছে এরকম সে আজীবন পাবে না। তাকে তাই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।’

শুধু বাবরই নন, পুরো দলই শোয়েবের সমালোচনার শিকার হয়েছেন। শোয়েব বলেছেন, ‘পাকিস্তানি খেলোয়াড়রা এখন জৈব অরক্ষিত এলাকায় খেলছে, এখানে খেলোয়াড়রা নিরাপদ নয়। তারা ভাবছেই না তারা ভালো খেলোয়াড়, ভালো অধিনায়ক হবে কি না। সংশয়ে ভরা দল বাছাই, দ্বিধান্বিত ম্যানেজমেন্ট, সংশয়ে থাকা অধিনায়ক, দ্বিধান্বিত দল-সবকিছুতেই শুধু দ্বিধা আর সংশয়। এভাবে দল সাজানো হয় না। একটা পরিকল্পনা ধরে আগানো উচিৎ।’

বাবরকে বলা হয় বর্তমান সময়ে পাকিস্তানের সবচেয়ে প্রতিভাবান ব্যাটসম্যান। খুব বেশি দিন হয়নি তিনি ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়েছেন।

সিরিজে ১-০তে এগিয়ে রয়েছে ইংল্যান্ড। আজ তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই দল। বৃষ্টির কারণে প্রথম ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়েছিল।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

বার্সা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনায় মেসির বাবা

স্প্যানিশ জায়ান্ট বার্সেলোনা সাথে ২০ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করতে চান লিওনেল মেসি। বার্সাকে জানিয়ে দিয়েছেন, এই ক্লাবে আর থাকবেন না। দ্রুত চুক্তি বাতিল করে নতুন ঠিকানা খুঁজতে চান আর্জেন্টাইন জাদুকর। আর সেই তালিকায় এগিয়ে আছে ম্যানচেস্টার সিটি।

এমন পরিস্থিতিতে ম্যানসিটির সঙ্গে আলোচনা শেষে এবার বার্সা প্রেসিডেন্ট বার্তেমেয়ুর সাথে বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন লিওনেল মেসির বাবা হোর্হে মেসি। যেখানে নির্ধারণ হতে পারে মেসির ভবিষ্যত। তবে বার্সেলোনা ছাড়ার সিদ্ধান্তে মেসি অনড়। আর তাই ক্লাবটার প্রি-সিজন কার্যক্রমের অংশ হননি আর্জেন্টাইন সুপারস্টার।

নতুন মৌসুমে হাওয়া বইতে শুরু করেছে ইউরোপিয়ান ফুটবলে। কোভিড সতর্কতার হিসেবে এখন নিয়মকানুন বেশ আলাদা। প্রি-সিজন ক্যাম্পে যোগ দেয়ার আগে খেলোয়াড়দের হচ্ছে করোনা পরীক্ষা। তবে রবিবার (৩০ আগস্ট) বার্সার মেডিক্যাল টেস্ট দেননি দলের ক্যাপ্টেন লিওনেল মেসি।
ইউরোপের গণমাধ্যগুলো বলছে, বার্সা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) আলোচনায় বসছেন মেসির বাবা হোর্হে মেসি। সহজ পথে মেসির বার্সা ছাড়ার ব্যাপারটা নিশ্চিত করার পক্ষে সিনিয়র মেসি। অন্যদিকে বার্সা প্রধানের টার্গেট, মেসিকে ধরে রাখা।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপনে লাভবান হচ্ছে মিরপুরের

কৃষকরা

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় বসতবাড়ির আঙ্গিনায় লাল শাক, পুঁইশাক, কলমি, বেগুন, ঢেড়শ ও করলা, মিষ্টি কুমড়াসহ বিভিন্ন সবজি শোভা পাচ্ছে। সবজিগুলো পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি স্থানীয় বাজারে আবার বিক্রি করে অর্থও উপার্জন করছেন কৃষকেরা। একজনের দেখাদেখি অনেক কৃষকই পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপনে আগ্রহী উঠছেন। উপজেলায় ৪১৬টি পরিবার বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পুষ্টি বাগান স্থাপন করে লাভবান হয়েছে।

মিরপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সুত্রে জানা যায়, করোনা পরবর্তী সময়ে খাদ্য সঙ্কট মোকাবিলায় মিরপুর উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের বসতবাড়ির আঙ্গিনায় ৪১৬টি পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে।

উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের মশান গ্রামের কৃষক জামাল উদ্দিনের পুষ্টি বাগানে গিয়ে দেখা যায় তিনি বাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। তার বাগানে প্রথম দফায় লাল শাক, পুঁইশাক, গৃমা কলমি, বেগুন ও করলার বীজ রোপন করেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি লাল শাক ও পুঁইশাক বাগান থেকে তুলে পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি তা বিক্রি করে অর্থও উপার্জন করছেন।

কৃষক জামাল উদ্দিন জানান, গত তিন মাস আগে তার বাড়ির আঙ্গিনায় পুষ্টি বাগান স্থাপনের জন্য বাঁশের বেড়া, সার ও শ্রমিক খরচ বাবদ ১ হাজার ৯৩৫ টাকা এবং বছর ব্যাপি আবাদের জন্য ১২ ধরনের শাক সবজির বীজ প্রদান করেছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। তারা নিয়মিত খোঁজ খবর রাখছেন এবং বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতাও করেছেন। শাকসবজি আবাদ করে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে এবং কিছুটা বিক্রি করে আর্থিকভাবেও লাভবান হয়েছি।

মিরপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মাহিরুল ইসলাম ও জান্নাতুল ফেরদৌস জানান, কৃষক মাত্র এক শতাংশ জমিতেই ১৪টির মতো শাকসবজি আবাদ করতে পারবেন। একটির পর একটি ফসল উঠে থাকে। এতে পরিবারের চাহিদা পুরন হওয়ার পাশাপাশি বেশি উৎপাদন হলে কিছু বিক্রি করে অর্থ উপার্জনও করে স্বচ্ছলতা আনতে পারে।

মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন বলেন,

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসরণ করে দেশের এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখতে চায় না কৃষি মন্ত্রণালয়। তাই বাড়ির পাশের খালি জায়গাগুলোতে ফসল উৎপাদন করতে নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া শহরের বাসাবাড়ির ছাদেও বিভিন্ন শাকসবজি উৎপাদনে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, করোনা পরবর্তী সময়ে খাদ্য সঙ্কট মোকাবিলায় পারিবারিক কৃষিকে গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। এজন্য বসতবাড়ির আঙ্গিনা থেকে শুরু করে বাসাবাড়ির ছাদেও নানা ধরনের শাকসবজি উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে উৎপাদিত পণ্যে পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি অতিরিক্ত হলে তা বিক্রি করে অর্থও উপার্জন করা যাবে।

মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস জানান, এই উপজেলার ১৪?৩টি ইউনিয়নে ৪১৬টি পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই কৃষক সুফল পেতে শুরু করেছে।

আলমডাঙ্গার পাইলট ও আল-ইকরা একাডেমীর সাফল্য

এসএসসি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সাফল্য পাওয়ার পর ঢাকার নটরডেম ও সেন্ট জোসেফ কলেজে মেধা তালিকায় এইচএসসিতে ভর্তির সুযোগ পেয়ে রীতিমত হইচই ফেলে দিয়েছে আলমডাঙ্গার চার কৃতি শিক্ষার্থী। চলতি অনলাইনে ভর্তি পরীক্ষায় এই চার শিক্ষার্থী একই সাথে ঢাকার নটরডেম, সেন্ট জোসেফ ও রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়।

নটরডেম কলেজে ভর্তির সুযোগ পাওয়া রোহান কলেজপাড়ার রাকিবুল ইসলাম তুহিনের ছেলে, নোবেল বাবুপাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে এবং রাইসুল মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হকের ছেলে। রাইসুল ভর্তির সুযোগ পেয়েছে ঢাকার সেন্ট জোসেফ কলেজে। এই তিনজনই আলমডাঙ্গা সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। আর সাকিব আহমেদ আলমডাঙ্গার অন্যতম বিদ্যাপীঠ আল-ইকরা ক্যাডেট একাডেমীর শিক্ষার্থী। সে

ভর্তির সুযোগ পেয়েছে নটরডেম কলেজে।

অপরদিকে, সারা বছর প্রচার প্রচারনায় থাকা ব্রাইট মডেল স্কুলের কোন শিক্ষার্থী বরাবরের মত এবারও কোন নামকরা কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়নি। এ বিষয়ে শহরের চায়ের দোকানগুলোতে সচেতন অভিভাবকদের মাঝে স্কুলের পড়াশোনার মান নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে। চলছে আলোচনা ও সমালোচনা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আল-ইকরা ক্যাডেট একাডেমীর ছাত্র সাকিব আহমেদ ক্লাস ফাইভ, এইট ও এসএসসিতে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে এইটে উপজেলার সেরা ও এসএসসিতে জেলার সেরা মেধা তালিকায় স্থান পায়। সাকিব এসএসসিতে আবার বোর্ডের ট্যালেন্টপুলেও বৃত্তি পেয়েছে।

পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র রোহান, নোবেল ও রাইসুল তিনজনই ক্লাস ফাইভ ও এইটে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পায়। এসএসসিতেও রোহান ও নোবেল বোর্ডের সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে।

সাকিব জানায়, সে আগামীতে দেশসেরা ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। পড়তে চায় বুয়েটে।

রোহান ও নোবেল এই দুইজনও ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। তারাও বুয়েটে পড়াশোনা করার স্বপ্ন দেখছে। অপরদিকে, রাইসুল হতে চায় ডাক্তার।

কুমারখালীতে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে মোবাইল কোর্ট অব্যাহত

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর শহর ও শহরতলী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে আবশ্যিক মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রতিদিন পরিচালিত হচ্ছে মোবাইল কোর্ট।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নির্দেশে ইতোমধ্যে সকল দোকান ও

সরকারি দপ্তরে “মাস্ক নাই তো বাজার নাই, কোন সরকারি সেবা নাই” নোটিশ টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে ।

সোমবার প্রতিদিনের ন্যায় নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিবুল ইসলাম খান কুমারখালী উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে, বাজারের বিভিন্ন দোকানে এবং সড়কে মাস্ক ব্যবহার না করায় সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ ও নির্মূল আইন ২০১৮ অনুযায়ী ১৭টি মামলায় ১৭ জনকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

এ সময় কুমারখালী থানা পুলিশ, পেশকার এবং অফিসের স্টাফ মোবাইল কোর্টকে সহোযোগিতা করেন।

গাংনীতে আবারো মা মেয়ের আমরণ অনশন

মেহেরপুরের গাংনী পৌর সভায় চাকুরি পেতে প্রদানকৃত ১৫ লাখ টাকা ফেরতের দাবীতে আবারো আমরণ অনশনে বসেছেন মা ও মেয়ে । সোমবার বিকেল থেকে গাংনী উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনার চত্বরে অনশনে বসেন তাঁরা।

অভিযোগ সূত্রে জানাগেছে, তিন বছর আগে গাংনী পৌর এলকার শিশিরপাড়া গ্রামেরর শাহাবুদ্দিন ওরফে বাহাদুরের মেয়ে জনৈক মোমিনের স্ত্রী মৌমিতা খাতুর পলি পৌরসভায় হিসাব রক্ষণ সহকারি পদে চাকরি পেতে পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামকে ৬ লাখ ৯০ হাজার টাকা প্রদান করেন।

মেয়র একটি মামলায় জেল হাজতে থাকায় তার স্ত্রী জেলা পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য শাহানা ইসলাম শান্তনার ব্যাংক একাউন্টে ৮ লাখ ১০ হাজার টাকা জমা করেন মৌমিতার স্বামী মোমিন। টাকা প্রদান করার ৩ বছর পেরিয়ে গেলেও মৌমিতার চাকরি স্থায়ী করণ করেনি মেয়র আশরাফুল ইসলাম। উপরন্ত মৌমিতার পদে মোটা অংকের টাকা নিয়ে মেহেরপুরের একটি মেয়েকে চাকরি দেন।

পরে মৌমিতা টাকা ফেরত চাইলে আজকাল করে নানা অজু হাতে ঘুরাতে থাকে মেয়র। ব্যাংক জমাকৃত টাকার ব্যাংক রশিদ নিয়ে বিভিন্ন মহলের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ান মৌমিতা ও তার পরিবার। অবশষে কুলকিনারা হারিয়ে গত ২৩ আগস্ট অনশনে বসেন মৌমিতা ও তার মা। দিন শেষে গাংনী থানার ওসি বিচারের প্রতিশ্রুত দিয়ে পরের দিন থানায় গাংনীর বিভিন্ন শ্রেনি পেশার মানুষ ও গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান স্থানীয় শালিশের ব্যবস্থা করেও তা অমীমাংসিত অবস্থায় শালিশ শেষ হয়।

এ সময় ঐদিন মেয়র আশরাফুল ইসলাম মৌমিতার স্বামীর মোমিনের হাতে টাকা ফেরত দোবার কথা বল্লেও মোমিন টাকা নেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন আমি কোনো টাকা পয়সা মেয়রের নিকট থেকে নিইনি এবং কোথাও স্বাক্ষর করিনি। মৌমিতা দিশেহারা হয়ে বিভিন্ন মহলের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। টাকা না ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত তারা আমরণ অনশন করবেন বলে জানান মৌমিতা।

এদিকে গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন, মৌমিতা খাতুন পলির পিতা শিশিরপাড়া গ্রামের শাহাবুদ্দিন ওরফে বাহুদুর আমার অত্যন্ত আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তার বাড়ির সামনে হাফজুলের বাড়ির সামনে আমার ৪০ শতাংশ জমি আছে। আমার উক্ত জমির ৫ কাঠা বিক্রি করার জন্য দামাদামি করি। উক্ত ৫ কাঠা জমির মূল্য নির্ধারন করা হয় ১৫ লাখ টাকা। জমি বিক্রি করার জন্য মৌমিতা খাতুন পলির কথিত স্বামী মোমিন টাকা দিয়েছিলেন, চাকরির জন্য নয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান, অনশনের বিষটি তিনি জনেছেন। তিনি বলেন আমরা স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও মেয়র সাহেবের সাথে বসেছিলাম। বিষয়টি অমীমাংসিত রয়েগেছে। তবে এসব বিষয়ে আদালতের যাওয়া ছাড়া কোন উপাই দেখছিনা।

মেহেরপুরের সড়ক কাঁপাচ্ছে

কিশোর ড্রাইভাররা

নেই ড্রাইভিং লাইসেন্স। নেই সড়কে চলাচলের সংকেত সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা। তারপরও শত শত কিশোর মোটরসাইকেল, ইজিবাইক, লক্কর-ঝক্কর মাইক্রোবাসের চালকের আসনে নিয়মিত ড্রাইভার। এসব অনভিজ্ঞ কিশোর চালকের হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং ঘিরে সড়কে ঘুরছে নিজেদেও ও সাধারণ যাত্রীদের জীবনচাকা।

প্রশাসনের তেমন নজরদারি না থাকায় দিন দিন সড়কে অনভিজ্ঞ লাইসেন্সহীন কিশোর চালকদের মটরসাইকেল ও ইজিবাইকের হ্যান্ডেল ধরার প্রতিযোগিতা বেড়েই চলছে। কখনও প্রয়োজনের তাগিদে আবার কখনও শখের বসে লোকাল সড়ক থেকে প্রধান সড়ক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তারা। এর ফলে ছোট খাটো দুর্ঘটনা হরহামেশাই ঘটছে।

মেহেরপুর জেলা অটো ইজিবাইক মালিক সমিতির তথ্য অনুযায়ি জেলায় প্রায় ৮ হাজারের মত অটো চলাচল করে। সমিতির আওতাভুক্ত ১৮শ মত। এদের ভিতর অনেকেই অপ্রাপ্ত বয়সের ড্রাইভার। সরকারিভাবে এইসব অটো চালকদের লাইসেন্স দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। ছোট মেহেরপুর শহরে প্রায় ২ হাজার অটো চলাচল করে। যাদের বেশির ভাগই অনভিজ্ঞ ড্রাইভার। ট্রাফিক আইন সম্পর্কে নেই নুন্যতম ধারণা।

এছাড়াও মোটরসাইকেল নিয়ে সড়ক কাঁপাচ্ছে কিশোর ড্রাইভাররা। গ্রাম থেকে শহর সবখানেই তাদের বিচরণ। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের দায়ি করছে সচেতন মহল। ছেলের আবদার পূরণের জন্য অপ্রাপ্ত বয়সেই তুলে দিচ্ছে গাড়ির চাবি। মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশের দাবি, কিশোর চালকরা এ ধরণে যানবাহনে চালকের আসনে বসে কর্তব্যরত পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়েই চলাচল করছে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, থ্রিহুইলার, মাইক্রোবাসের শিক্ষানবিশ ড্রাইভার, মোটরসাইকেল, এ ধরণের ৪০ ভাগ যানবাহনের স্টিয়ারিং হাতে নিয়েছে অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোররা।
ইজিবাইক ও অটোর বিষয়ে মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন বলেন, শহরে ইজিবাইকের সুষ্ঠ চলাচলের বিষয়ে আমরা ক্যাম্পেইন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। লোকবল সংকট ও করোনার প্রাদুর্ভাবে এটা দেখভাল করা সম্ভব হয়নি। শহরে চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক ইজিবাইককে পৌরসভা কতৃক অনুমোদন দেওয়া হবে। অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে এনআইডি কার্ড দেখা হবে। যাতে করে

অপ্রাপ্ত বয়সের কেউ যাতে অনুমোদন না পাই সেদিকে খেয়াল রাখা যায়।

মেহেরপুরে ট্রাফিক পরিদর্শক জাহাঙ্গির কবির বলেন, প্রধানসড়কে অবৈধ যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এ বিষয়ে আমরা নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছি।

এরপরও অপ্রাপ্ত বয়সের চালকরা সড়কে কর্তব্যরত পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে চলছে। আবার অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় প্রয়োজনের তাগিদে অনেকেই অপ্রাপ্ত বয়সে গাড়ি চালাতে বাধ্য হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা তাদের নিরুৎসাহিত করি, অনেক সময় মামলা দিয়েও এই ধরণের কর্মকাণ্ড বন্ধ করার চেষ্টা করি। সর্বপরি মহাসড়কে অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরদের দিয়ে গাড়ি চলাচল ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া ও অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ গাড়ি চলাচল বন্ধে ট্রাফিক পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

‘দলে সাহেদ-সাবরিনাদের মতো কেউ থাকলে ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে’

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম কামাল হোসেন বলেছেন, যারা আওয়ামী লীগ করেন, তারা যদি কোন অপকর্ম করে তাহলে ব্যক্তির অপকর্মের দায়ভার আওয়ামী লীগের উপর বর্তায়। দোষ করে ব্যক্তি বিশেষ, গালি খায় দল ও দলের শীর্ষ নেতারা। দলে যদি সাহেদ-সাবরিনাদের মতো কেউ থেকে থাকে তাহলে তাদের ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে। কারণ ব্যক্তির দোষের কারণে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার রাতদিন পরিশ্রম বিফলে যেতে পারে না।

সোমবার দুপুরে ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কৃষক লীগ ঢাকা মহানগর উত্তর আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, এতিম শিশুদের মধ্যে মৌসুমী ফল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড উল্লেখ করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা শুধু ব্যক্তি হত্যা নয়। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে হত্যা করতে চেয়েছিল। জিয়াউর রহমান ছিলেন পাকিস্তানের এজেন্ট ছিলেন। কারণ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কর্নেল বেগ জিয়াউর রহমানকে চিঠি দিয়েছিল। কর্নেল বেগ, পরবর্তীকালে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান হয়। জমির বেগ লিখেছিল, তোমার ছেলে ও বউ ভালো আছে। তুমি যুদ্ধ চালিয়ে যাও। মেজর জলিল সম্পর্কে সতর্ক থেকো। এতেই বোঝা যায় জিয়া পাকিস্তানের এজেন্ট ছিল।

তিনি বলেন, বিএনপি এখন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কথা বলে? অথচ তারাই জাতির পিতার হত্যার বিচার চাওয়া যাবে না মর্মে ইনডেমনিটি দিয়েছিল। ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে অপারেশন ক্লিন হাটের নামে ১২৮ জন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীকে হত্যা করলো। পরে কেউ এই হত্যার বিচার চাইতে পারবে না, মর্মে আইন করলো।

একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার সঙ্গে সরাসরি তারেক রহমান দাবি করে কামাল বলেন, যদি জড়িত না হয় তাহলে পিন্টুর ভাইকে কেন বিদেশ পাঠানো হলো? সেনাবাহিনীর একজন বলল চারটি গ্রেনেড উদ্ধার হলো? সে গ্রেনেডগুলো কোথায় গেল? তদন্ত করা হলো না কেন?

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া বলেন, জাতির পিতা চির অমর হয়ে থাকবেন। তাকে ভোলা সম্ভব নয়। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, একটু স্বাধীন ভূখণ্ড প্রদানের জন্য। বিধ্বংস দেশকে যখন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেই দিলের ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে-এজন্য আওয়ামী লীগের প্রত্যেক নেতাকর্মীকে সতর্ক থাকতে হবে। জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়েছিল পাকিস্তানের পরাজিত হওয়ার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।

তিনি বলেন, পাকিস্তানের উত্তরসূরীরা এখনো সক্রিয়। বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্র কি থেমেছে? আগস্ট মাসেও সেই উল্লাস দেখেছি। তারেক রহমানের কারণেই একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলা করা হয়েছিল।

কৃষকলীগের সভাপতি কৃষিবিদ সমীর চন্দ বলেন, কৃষক লীগের সভাপতি সরকারিভাবে ধান চাল ক্রয় করার সময়ে সরকারি ধান চাল ক্রয় বিভিন্ন কমিটিতে কৃষক প্রতিনিধি রাখার দাবি জানান। একই সঙ্গে শোককে শক্তিতে রূপান্তিত করে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি বলেন, জাতির পিতার হত্যার বিচার বন্ধে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশটি ১৯৯৬ সালের আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে বাতিল করে। সে সময় বিচারের পথ খুলে দেয়। তখন জাতির পিতার ঘনিষ্ঠজন মহিতুল ইসলাম বাদী হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করেন এবং এ মামলা আংশিক রায় কার্যকর করে বাকি ৫ জন পলাতক খুনিকে দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসির রায় কার্যকর করার দাবি জানান।

ঢাকা মহানগর উত্তর কৃষক লীগের সভাপতি মাকসুদুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হালিম খানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কৃষক লীগের নেতা সাবেক বিশ্বনাথ সরকার বিটু, আবুল হোসেন, নেতা মোস্তফা কামাল চৌধুরী, আলহাজ্ব আকবর আলী চৌধুরী, অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু, এ্যাড. গাজী জসিম উদ্দিন, রেজাউল করিম রেজা, হিজবুল বাহার রানা, অধ্যাপক ডা. মজিবুর রহমান মিয়াজী, কৃষ্ণ গোপাল পাল, সামিউল বাসির সামি প্রমুখ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

করোনা ভ্যাকসিন পেতে রাশিয়াকে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ

করোনা ভ্যাকসিন পেতে রাশিয়াকে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক স্বপন।

তিনি বলেন, “দেশে ভ্যাকসিন আমদানি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। চায়না কোম্পনি সাইনোভ্যাককে ইতিমধ্যেই দেশে শেষ ধাপের ট্রায়ালে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ভারতের সেরাম কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত অক্সফোর্ড ভ্যাকসিন আনার বিষয়েও আলোচনা চলছে। একই সঙ্গে রাশিয়া সরকারের কাছেও ভ্যাকসিন আমদানির ব্যাপারে আমরা চিঠি দিয়েছি। এ ব্যাপারে রাশিয়ার অ্যাম্বেসেডরের সঙ্গে সরকারের ফলপ্রসূ আলোচনাও হয়েছে। করোনা মোকাবেলায় যে ভ্যাকসিন আগে আসবে সরকার সেটিকে প্রাধান্য দেবে।”

সোমবার সচিবালয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি জ্যাং কেয়ানের সঙ্গে একটি দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক শেষে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

ব্রিফিংকালে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আলী নূর স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক স্বপন বলেছেন, দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে খুব দ্রুত ৮ লাখ কোভিড কিটস ও ২টি টেস্টিং ল্যাব প্রদান করবে।

বৈঠকে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় উভয় দেশের বাস্তব অভিজ্ঞারচিত্রসমূহের তথ্য আদান-প্রদান করা হয়।

সূত্র- যুগান্তর